মুজিবনগরে ওয়ারেন্টভুক্ত ১ আসামি গ্রেফতার

মুজিবনগরে সি আর মামলার এক ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার দিবা গত রাত্রে অভিযান চালিয়ে সিআর ৫৫২/২২ মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি উপজেলার কোমরপুর গ্রামের পুলন এর ছেলে কালামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান জানান, মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালত এর আদেশক্রমে সি আর মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি কালাম কে গ্রেফতার করে আজ শনিবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুর ছাত্রদলের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল

দেশের বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানির নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে সমাপ্ত হয়।

এ সময় তারা, “হই হই রই রই, ছাত্রলীগ গেলি কই?’, ‘অ্যাকশন, অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘নিষিদ্ধ লীগের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘সন্ত্রাস লীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অ্যাকশন,” ছাত্রলীগের গুন্ডারা হুশিয়ার, সাবধান ইত্যাদি স্লোগান দেন।

জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি বলেন, আওয়ামী লীগের দোসররা বিভিন্ন ভাবে অরাজকতা করার চেষ্টা করছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই ছাত্রদল কিন্তু এখনো রাজপথে রয়েছে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা যদি ভেবে থাকে আমরা দমে গিয়েছি তাহলে তারা ভুল করছে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বার্তা দিতে চাই, তারা যেন কোনভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না করার চেষ্টা করে। আমরা তাদের প্রতিহত করার জন্য রাজপথে ছিলাম, আছি এবং থাকবো।

প্রতিবাদ মিছিলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদ বিন রফিক সিজার, সরকারি কলেজ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, সাবেক ছাত্রনেতা মনি, জনি, সজল, চঞ্চল, মোমিন, পৌর ছাত্রনেতা ফুর্তি হাসান, সোহাগ, রকি,পৌর কলেজ শাখার ছাত্রনেতা সজিব, বাধন, ফারদিন, রাব্বি, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রনেতা সালমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রনেতা জয়নাল, স্বাধীন, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রনেতা আশিক, সুইমসহ জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে এ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আগামী ১৩/০১/২০২৫ সোমবার। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে ১৪/০১/২০২৫ মঙ্গলবার। চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশিত হবে ২০/০১/২০২৫ সোমবার। নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ০৭/০২/২০২৫ শুক্রবার।

এবারের নির্বাচনে সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য পদে

প্রতিযোগিতা হবে। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা আশা করছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে একটি যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, যা ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করতে ভূমিকা রাখবে।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক আব্দুস সালাম জানান, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে মানবাধিকার সংগঠন মউক এর সাধারণ সভা

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের “মউক” ৫৫ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ৩ টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের “মউক” হলরুমে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মউক এর নির্বাহী পরিষদের সভাপতি মোঃ ছায়ফুল ইসলাম। সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

সভায় আগামী ৩ বছরের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়, মোঃ ছায়ফুল ইসলামকে সভাপতি ও আশাদুজ্জামান সেলিমকে সাধারণ সম্পাদক পদে সদস্যদের সরাসরি প্রস্তাবে নির্বাচিত করা হয়।

সভায় বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করেন পরিষদের সদস্য সাদ আহাম্মদ, মুরাদ হোসেন ও সানজিদা কাজল। সংস্থার বর্তমানে বিভিন্ন বাস্তবায়িত কর্মসূচি গুলি নিয়ে পর্যালোচনাসহ আগামীতে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কর্মসুচি গ্রহন করা হয়। সাধারণ সভায় সংস্থার সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভৈরব নদীতে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে ভৈরব নদী থেকে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ২ টায় সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের হিতিমপাড়া এলাকার ভৈরব নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভৈরব নদীতে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজন উদ্ধার করে নদীপাড়ে নিয়ে আসে এরপর পুলিশকে খবর দেয়া হয়। তাদের ধারনা সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতক অবৈধ সন্তান লোকলজ্জার ভয়ে কেউ নদীতে ফেলে দিতে পারে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন বলেন, সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ বৈভর নদীর পাড়ে রয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উদ্ধার করে ময়না তদন্ত করা জন্য মর্গে নেয়া হয়েছে। এঘটনা রহস্য উৎঘটনে কাজ করছে পুলিশ।

মেহেরপুরে জমিতেই নষ্ট হচ্ছে ফুলকপি, লোকসানে কৃষক

মেহেরপুরে উৎপাদিত সবজির দাম ও ক্রেতা না থাকায় জমিতেই নষ্ট হচ্ছ ফুলকপি। জমি পরিষ্কার করতে ফুলকপি এখন গো খাদ্য হিসেবে নিচ্ছেন স্থানীয়রা ।

কৃষকরা জমি পরিষ্কার করে অন্য আবাদ করতে প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। অনেক স্বপ্ন নিয়ে শীতকালীন ফুলকপি চাষ করেছিলেন চাষিরা। কিন্ত এখন উৎপাদন খরচ মিটছে না। এতে লোকসানে ঋনের বোঝা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন যাচ্ছে মেহেরপুরের ফুলকপির চাষিদের।

জানা গেছে, স্বল্প খরচে বেশি মুনাফা পাওয়ার আশা নিয়ে রোপন করা ফুলকপির এখন লোকসানে ফেলেছে চাষিদের।
কৃষকরা বলছেন, প্রতি বছর শীতকালীন সবজি হিসেবে ফুলকপির চাহিদা

থাকে। চাহিদা থাকায় দামও ভালো পান তারা। লাভের আশায় চলতি মৌসুমেও অনেকেই ফুলকপির চাষাবাদ করেছেন। কিন্তু এ বছর নানান জাতের সবজিতে বাজার ভরে যাওয়ায় উৎপাদন ভালো হলেও মুনাফার অংক শূন্যের ঘরে।

প্রতিটি কপির উৎপাদন খরচ পড়ে ৭/৮ টাকা। সেখানে বর্তমান বাজারে চাষিদের ক্ষেতে প্রতি পিস ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ৩/৫ টাকায়। ফলে উৎপাদন খরচের অর্ধেকও উঠছে না। এছাড়া চাষিদের পারিশ্রমিকও প্রায় শূন্য। যারা ঋণ নিয়ে চাষাবাদ করেছেন তারা তা কীভাবে শোধ করবেন তা নিয়ে পড়েছেন দুর্ভাবনায়।

মেহেরপুরের সাহারবাটি সবজি গ্রাম নামে খ্যাত। সেখানেও কপির চাষ করেছেন চাষিরা। এছাড়া সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়ও প্রচুর চাষাবাদ হয় ফুলকপি ও বাঁধাকপির। এ জেলার চাহিদা মিটিয়ে মেহেরপুরের চাষিদের উৎপাদিত ফুলকপি রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের পাইকারি বাজারে বিক্রি হয়। জেলার চাষিরা ক্ষেতেই এসব ফসল বিক্রি করেন পাইকারদের কাছে। তারা ট্রাক বোঝাই করে ঢাকায় নিয়ে বিক্রি করেন। মেহেরপুর থেকে প্রতিদিন প্রায় শতাধিক ট্রাক ভর্তি হয়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। অথচ এবছর ট্রাক ভাড়া না উঠায় দুএকটা করে ট্রাক যাচ্ছে ঢাকা,চট্রোগ্রাম, বরিশাল, ফেনি ও সিলেট জেলায়।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে জেলায় এবছর ফুলকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ১২০ হেক্টর, বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ৬০ হেক্টর এর মধ্যে গাংনী উপজেলায় বিভিন্ন মাঠে ১৬০ হেক্টর ফুলকপি এবং ১৫৫ হেক্টর বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে।

গাংনীর বাঁশবাড়িয়া গ্রামের চাষি শরিফুল ইসলাম বলেন, আমরা গত বছর ৬ বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করে বিঘাপ্রতি লাভ পেয়েছিলাম সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লাভ হয়েছিল। সে আশায় এবার ১১ বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করেছিলাম। সময়মত বিক্র করতে না পারায় জমিতেই সব কপি নস্ট হয়ে গেছে।

ভাটপাড়া গ্রামের কৃষক রেজাউল হক, নওপাড়া গ্রামের কৃষক লাভলু বলেন, দুই বিঘা জমিতে শীতকালীন ফুলকপির আবাদ করেছিলাম। একেকটি কপির ওজন হয়েছিল দেড় থেকে দুই কেজি ওজন। ক্রেতা নেই তাই জমি ছেড়ে চলে এসেছি। অনেকেই গরু ছাগলের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। সার ও কীটনাশকের দোকানর বকেয়া, জমির লিজ খরচের টাকা নিয়ে খুব বিপদে আছি।

সাহারবাটি গ্রামের কৃষক শিরাজুল ইসলাম জানান, দুই বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করেছিলাম।৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেছি। দুই বিঘা জমিতে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সব টাকায় লোকসান। পরে জমি পরিষ্কার করতে শ্রমিক খরচ হয়েছে। কলোনিপাড়ার কৃষক আলমগীর হোসেন বলেন, দেড়বিঘা জমির ফুলকপি বিক্রি করতে না পেরে জমিতে নস্ট হচ্ছে। নেয়ার লোক নাই,খাওয়ারও মানুষ নাই।

সাহারবাটির আজিজুল বলেন, ৩০ শতাংশ জমিতে ফুলকপির চাষ করেছি। এ জমিতে রোপণ করা ৫ হাজার চারায় উৎপাদন খরচ পড়েছে প্রতি পিস ৭/৮ টাকা। এখন ফুলকপির দাম প্রতি পিস ক্ষেতে বিক্রি করতে হচ্ছে ৩/৪ টাকা দামে। এটা এমন ফসল, পরিপক্ক হলে আর ক্ষেতে রাখা যায় না। রাখলে ক্ষেতেই নষ্ট হয়। উৎপাদন খরচই পাচ্ছি না। এর ওপর ঋণের বোঝা রয়েছে। ঋণ পরিশোধ করব কী দিয়ে, আবার পরিবারের খরচসহ আগামীতে ফসল উৎপাদনের টাকাও রইল না। বেশি দামে বীজ-সার কিনে কম দামে ফসল বিক্রি করলে তো মূলধন হারিয়ে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী ইদ্রিস আলী বলেন, আমরা যে দামে কফি কিনে ঢাকা ও চট্রোগ্রামে নিয়ে যাচ্ছি তাতে ভাড়ার টাকা হচ্ছেনা। দুবার লোকসান দিতে হয়েছে। শ্রমিক সর্দার মোশাররফ হোসেন বলেন, প্রতিবছর এসময় ট্রাক লোড করে ৫০/৬০ হাজার টাকা আয় করতাম।এবছর কাজ করছি কিন্ত কফি চাষিরা শ্রমিক খরচ দিতে পারছেনা। দুএকটা ট্রাক লোড করছি অনেক গৃহস্থ ঘরে থেকে টাকা পরিশোধ করছেন। এদিকে মেহেরপুরের কৃষকদের হতাশা দেখে “স্বপ্ন’ নামের একটি সংগঠন ইতোমধ্যে কৃষকদের সাথে সরাসরি ১০ হাজার পিচ ফুলকপি কিনেছেন ৫ টাকা পিচ দরে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা হরিরামপুরের ফুলকপি চাষি রাকিব হোসেন জানান, এ বছর আমি চার বিঘা জমিতে ফুলকপি চাষ করেছি। একবিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করতে খরচ হয়েতে ২৫ হাজার টাকা। সাথে রয়েছে শ্রমিক ও পরিবহন খরচ। লাভের মুখ দেখছি না উল্টো জমিতে ফুলকপি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল । সেখানে আশার মুখ দেখালো সুপারশপ স্বপ্ন । আমাদের থেকে ১০ হাজার পিস ফুলকপি কিনেছেন তারা। তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

স্বপ্ন’র মেহেরপুর আউটলেট অপারেশন ম্যানেজার মাজেদুল হক বলেন, আমরা ফুলকপি চাষিদের দুর্ভোগের কথা জানতে পেরেছি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে। আমরা মেহেরপুরে বেশকিছু এলাকার কৃষকের দুর্ভোগের কথা জেনে ফুলকপি কিনেছি ন্যায্যমূল্যে। অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান থাকবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের

লাভবান না করে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি সেতুবন্ধনের চেষ্টা করে আসছে স্বপ্ন। এই চেষ্টা সবসময় অব্যাহত থাকবে।

জেলা কৃষি বিপনন অনুসন্ধান কর্মকর্তা জিব্রাইল হোসেন জানান, বর্তমানে বাজারে ফুলকপির সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় এই সবজির চাহিদা কমে গেছে। যার কারণে কৃষকরা লোকসানে পড়েছে। লোকসান থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে বিভিন্ন ব্যাবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে কৃষকদের সাথে সংযোগ করে দিচ্ছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

‘স্বপ্ন’-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির এ প্রসঙ্গে জানান, কৃষকের পাশে শুরু থেকেই আছি। তাঁদের মুখে হাসি সবসময়ই দেখতে চাই। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ‘স্বপ্ন’।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃঞ্চ হালদার বলেন, প্রতিবছর এ মৌসুমে মেহেরপুরে ব্যাপক ভাবে বাঁধাকপি ও ফুলকপির আবাদ হয়। হঠাৎ দরপতন হয়েছে। স্বপ্নকে এমন উদ্যোগ নেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি । সেই সাথে বাইরের বাজারে পাঠানোর চেস্টা করছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।
শনিবার সকালে মেহেরপুরের কাথুলী রোড থেকে এই লিফলেট বিতরণ শুরু করে কোর্ট মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপি সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আনছা-উল -হক, সাবেক সহ সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি মীর

ফারুক, সাবেক সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, পাবলিক প্রসিকিউটর জেলা ও দায়রা জজ আদালত আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, সাবেক পৌর সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, জেলা জেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল (আলম), জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, নাহিদ আহম্মেদ, ইসমাইল শাহ, দবির, জনি,সহ জেলা বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরে ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) ভোররাত পর্যন্ত মেহেরপুর সদর গাংনী ও গাংনী থানা পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ একটি হত্যা মামলার ৩ আসামি ও সদর থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে মাদক মামলায় ১ জন ও পুরাতন মামলার ১ আসামিকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও সদর থানারর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। আজ

শনিবার বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেওয়া হবে বলে জানান এই সূত্রটি।

মেহেরপুর পৌর গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নদের সংবর্ধনা

মেহেরপুর পৌর গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৪-এর চ্যাম্পিয়নদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (৩ই জানুয়ারি) রাত সাতটার দিকে মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নং ওয়ার্ডের এলাকাবাসীর আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর পৌর যুবদলের আহবায়ক সামিউল ইসলাম লিজনের সভাপতিত্বে প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমতিয়াজ হক সুমনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, সমাজসেবক খাদেমুল হক, মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি কাইজার শেখ, জেলা শ্রমিকদলের সদস্য সাহেব আলী।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভা ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর, পৌর যুবদলের সদস্য রাকিবুল ইসলাম রিপন প্রমুখ।

গাংনীর যুবদল নেতা আলমগীর হত্যার তিন আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে চাঞ্চল্যকর ওয়ার্ড যুবদল নেতা হত্যার ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্লু উদ্ঘাটন ও তিন ঘাতককে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী পৌরসভা চৌগাছা গ্রামের রইচ উদ্দীনের ছেলে ঘড়ি ব্যবসায়ী মোঃ রবিউল ইসলাম ওরফে বিপ্লব (৩৬), গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে মফিকুল ইসলাম (৩৯) ও কোদাইলকাটি গ্রামের জামাত আলীরর ছেলে আলমগীরর হোসেন (৪০)।

গত বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে গাংনী থানা মোড় এলাকার সিদ্দিক ওয়াস দোকানের সামনে থেকে বিপ্লব হোসেনকে, গাংনী কাঁচাবাজার এলাকা থেকে রাত ৯ টার দিকে মফিকুল ইসলামকে এবং রাত ১০ টার দিকে আলমগীর হোসেনকে কোদাইলকাটি গ্রামের একটি চায়ের দোকান থেকে গ্রেফতার করে র্যাব।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ, পিপিএম আজ শুক্রবার বেলা ১২ টার সময় সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজ দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) কোম্পানী কমান্ডার আশরাফউল্লাহ, পিপিএম বলেন, পাওনা টাকাকে কেন্দ্রকে পূর্বপরিকল্পনা মতে গাংনী পৌর যুবদলের ওয়ার্ড সভাপতি (বাঁশবাড়িয়া) আলমগীর হোসেনকে দা দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে বলে তারা স্বীকার করেছেন। এই হত্যাকান্ডের সাথে ৫ জন অংশ নিয়েছে বলেও জানান তারা।

র্যাব কমান্ডার জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘাতকরা জানায় ভিকটিম আলমগীর হোসেনের কাছে একই এলাকার আসামি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। পরে নিহত ভিকটিম মোঃ আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই)

চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। সে বাড়ি ফিরে আসার পর মফিকুল ইসলাম তার কাছ থেকে পাওয়ান টাকা পাওয়ার জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করেন। কিন্তু সে টাকা না দিয়ে নানা ধরনের টালবাহানা শুরু করে। তাদের টাকা লেন দেনের বিষয়টি শুরু থেকেই আসামি মফিকুল তার বন্ধু অপর ঘাতক বিপ্লব জানতেন। আসামি বিপ্লব হোসেন ও আসামী আলমগীর একাধিকবার ভিকটিমের কাছ থেকে আসামী মফিকুলের টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। গত তিন দিন আগে আসামি মফিকুলের সাথে আলমগীর হোসেনের টাকা দেওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। আর তখন থেকেই আসামিরা ভিকটিমকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটনার দুই দিন আগে ঘটনাকে ভিন্নখাতে নিতে (পরকীয়া) রুপ দেওয়ার জন্য আসামি বিপ্লব তার ঘড়ির দোকানে বসে নিজ হাতে একটি চিরকুট লেখে। যা আলমগীর হোসেনকে হত্যার পর লাশের নিকট সেই চিরকুট রেখে আসে আসামিরা। গত ১ জানুয়ারি ঘটনার দিন বিকালে আসামি বিপ্লবের দোকানে ভিকটিম আলমগীর হোসেন যায় এবং তার সাথে আড্ডা দেয়। কয়েকদিন পূর্বে নিহত যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন ঘাতক বিপ্লবের নিকট থেকেও টাকা ধার চেয়েছিলেন। বিপ্লব হোসেন ভিকটিমকে টাকা ধার দেওয়ার কথা বলে গত ১ জানুয়ারি সন্ধ্যার দিকে (আনুমানিক সাড়ে ৬ টার দিকে) নিজ বাসায় নিয়ে যায়। পরে অপর আসামি মফিকুল ইসলাম তার মোটরসাইকেলে চড়ে অপর আসামি বিপ্লব হোসেন ও ভিকটিম আলমগীর হোসেন গাংনী উপজেলার মড়কা বাজারে যায়। সেখানেই অবস্থান করছিল আসামি আলমগীর ও তার অন্যান্য সঙ্গীরা। পরে আলাদা একটি মোটরসাইকেলে করে ভিকটিমসহ পাঁচজন ঘটনাস্থলে যায়।

সেখানে আসামিরা মফিকুলের নিকট থেকে নেওয়া ধারের টাকা কেন ফেরত দিচ্ছে না এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে আসামি আলমগীর হোসেন দা দিয়ে ভিকটিমের মাথায় আঘাত করে এবং সবাই মিলে ভিকটিমের মুখ ও হাত পা বেঁধে ফেলে। পরে পাঁচজন মিলে আলমগীর হোসেনকে দা দিয়ে জবাই করে। ফেরার পথে ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ৪ কিলোমিটার দূরে রাস্তার ঢালে হত্যার কাজে ব্যবহৃত দা’ টি ফেলে আসেন বলে আসামী বিপ্লব হোসেন স্বীকার করে।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনের (৩৮) গলাকাটা মরদেহ সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের পাশে থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।